আর্থিক খাতের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা অঙ্গীকারঃ ব্যয় বরাদ্দ ও প্রান্তিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা

১. সূচনা/ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের আর্থিক খাতে কার্যরত ব্যাংকগুলোতে সিএসআর এর ধারণাটি মূলধারায় আনয়নের জন্য ২০০৮ সালে গৃহীত বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ ও মানবিক সহায়তামূলক কর্মসূচী বিস্তারে উৎসাহিত করেছে যা স্বাস্থ্য/চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পরিবেশ ক্ষয়রোধকারী 'সবুজায়ন' কর্মসূচী ইত্যাদি নানাবিবিধ ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সিএসআর ব্যয় ২০০৮ সালের পর কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিএসআর কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর বাজেট বরাদ্দে যর্থাথতা, পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ততা এবং শেষ ব্যবহারের যথাযথ পরিবীক্ষণ/পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্বের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সিএসআর স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শমূলক মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত এই গাইডলাইনটি তাদের সিএসআর বাজেট বন্টন এবং প্রান্তিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্তে অবিলম্বে কার্যকর হবে। এই গাইডলাইনটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জনকল্যাণের জন্য গৃহীত বাহ্যিক সিএসআর উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রম আইন দ্বারা সমর্থিত গৃহীত জনস্বার্থমূলক কার্যক্রম যেমন কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা/নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম, লৈঙ্গিক সমতা, কর্মকর্তাদের প্রেষণা দান ইত্যাদির মধ্যে পড়বে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ তাদের গতানুগতিক কার্যাবলীর আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুশাসন ও অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত গুণগত মূল্যায়নের সময় এই গাইডলাইনের নির্দেশনার যথাযথ পরিপালন পর্যবেক্ষণ করবে।

২. প্রশাসনিক অবকাঠামো ও বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়াঃ

ক) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাৎসরিক সিএসআর কর্মসূচী প্রধান কার্যালয়ে গঠিত সিএসআর ইউনিট এর মাধ্যমে, বা বৃহত্তর কর্মসূচীর ক্ষেত্রে একটি পৃথক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সিএসআর ইউনিট/ফাইন্ডেশনের কার্যক্রম ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অভ্যন্তরীর নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট ও অফসাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট পর্যবেক্ষণ করবে।

খ) ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএসআর ইউনিট তাদের সিএসআর কার্যক্রমের একটি বাৎসরিক প্রাক্কলিত বাজেট পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে, পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের কর পরবর্তী নীট মুনাফা হতে তা অনুমোদন করবে। পর্ষদের অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত বাজেট প্রস্তাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে পারবেনা।

গ) কর পরবর্তী নীট মুনাফা নেই এরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নতুন কোন সিএসআর কার্যক্রম গ্রহণ হতে বিরত থাকবে। তবে, পূর্বে প্রতিশ্রুত কার্যক্রম (যেমন কোন শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষাকালীন সময়ে প্রদেয় শিক্ষাবৃত্তি) এবং কৃষি, এসএমই ও green finance এর মতো অগ্রাধিকারভিত্তিক অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম তারা অব্যাহত রাখতে পারে।

ঘ) ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান জঙ্গীবাদ/সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে সহায়ক কোন কাজে সিএসআরের অর্থ বরাদ্দকরণে বিরত থাকতে সর্বোচ্চ সতর্কতা নিশ্চিত করবে। বিতরণকৃত সিএসআর ব্যয়ের দ্বারা কোনরূপ সন্দেহজনক কর্মকান্ড অর্থায়ন করা হলে সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে । এর যে কোন ব্যত্যয়ে AML CFT আইন অনুযায়ী জরিমানার বিধান কার্যকর হবে।

৩. সিএসআর কার্যক্রমের বাজেট বরাদ্দের কাম্য আওতা/বিস্তৃতি/পরিধিঃ

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমের পরিধি/বিস্তৃতি সম্পর্কে ২০০৮ ও পরবর্তী সময়ে জারীকৃত বিভিন্ন সার্কুলারে সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে বারদ্দ রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে:

ক) সুবিধাবঞ্চিত জনগনের ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় মোট সিএসআর ব্যায়ের ৩০% ১) খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যয়নরত নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি/আর্থিক সহায়তা, ২) শহর/গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগনের উন্নয়নকল্পে নিয়োজিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা হিসেবে প্রদান করতে হবে। আবেদনকারী নির্বাচনের সময় একই ব্যক্তির একাধিক/বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহায়তা প্রাপ্তি রোধ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

খ) পরবর্তী খাত হিসেবে সুবিধাবঞ্চিত জনগনের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। মোট সিএসআর ব্যয়ের ২০% এ খাতে ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত হবে। এ খাতে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ে প্রদত্ত প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা, সুবিধাবঞ্চিত জনগনের স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত হাসপাতাল, রোগ নির্ণয়কারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিচালনায় আর্থিক সাহায্য, এবং গনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন, বিশুদ্ধ পানি/ দরিদ্র ও শহরাঞ্চরের ভ্রাম্যমান জনগনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থ সুবিবেচিত হবে।

গ) প্রত্যক্ষ সিএসআর বাজেটের অবশিষ্ট অর্থ অন্যান্য খাত যেমন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বান্ধব পন্য ও জীবনযাত্রার উন্নয়নে গৃহীত কার্যাবলী, সুবিধাবঞ্চিত জনগনের বিনোদনে গৃহীত শিল্প, সাহিত্য সংক্রান্ত, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রম, জীবন রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সরঞ্জামাদি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগনের ভাগ্যোন্নয়নে আবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করতে হবে।

সিএসআর বাজেট বরাদ্দের এ গাইডলাইনটি শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ সিএসআর ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সমর্থিত কৃষি, সেবা ও উৎপাদনখাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং পরিবেশবান্ধব সবুজ প্রকল্প সংক্রান্ত পরোক্ষ ব্যয়সমূহ রেয়াতি হারে পুন:অর্থায়ন সুবিধার আওতায় এবং অবশিষ্টাংশ নতুন নতুন ভোক্তা সম্প্রসারণে বিনিয়োগ ব্যয়ের আওতায় পরবে।

৪. বরাদ্দকৃত সিএসআর ব্যয়ের প্রান্তিক/যথাযথ ব্যবহারের পরিবীক্ষণ: ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ব্যয়কৃত সিএসআর সহায়তার উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অর্জন হয়েছে কী না তার প্রান্তিক ব্যবহার পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে। প্রাতিষ্ঠানিক সিএসআর সহায়তার ক্ষেত্রে সিএসআর ইউনিট/ফাউন্ডেশন সহায়তা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে। এ সমঝোতা স্মারকে সহায়তা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রান্তিক ব্যবহারের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিস্তি ছাড়করনের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকবে। ব্যক্তিক সিএসআর সহায়তার ক্ষেত্রে সিএসআর ইউনিট/ফাউন্ডেশন আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবে এবং কোনরূপ অসন্তোজনক পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান বন্ধ করবে। নতুন বছরের সিএসআর বাজেট বরাদ্দের পূর্বে পরিচালক পর্ষদ পূর্ববর্তী সিএসআর ব্যয়ের প্রান্তিক ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। এ ধরনের প্রান্তিক ব্যবহারের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন কর্মকর্তা এবং বহি:নিরীক্ষকের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য ও ব্যবহারযোগ্য হিসেবে রাখতে হবে।